বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: মৌখিক শিটের প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায় ২ (জ্ঞানমূলক)

১। পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ঢাকাসহ কয়েকটি স্থানে যে ভয়াবহ গণহত্যা চালায় তারই সাংকেতিক নাম অপারেশন সার্চলাইট।

২। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল।

৩। কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী।

৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক ও বেসামরিক জনগণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাহিনী মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল।

৫। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে যে কমান্ড গঠন করে তাকে যৌথ কমান্ড বলে।

অধ্যায় ২ (অনুধাবন)

৬। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। এরপর স্বাধীনতার ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, সেনা-পুলিশ, পেশাজীবী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। তাই এ যুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ বলা হয়।

৭। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর "অপারেশন সার্চলাইট" নামে নারকীয় গণহত্যা শুরু হলে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে একটি সার্বভৌম সরকার গঠন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৪ (জ্ঞানমূলক)

৮। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫')।

৯। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ঠিক সোজাসুজি উপরের ভূ-পৃষ্ঠকে উপকেন্দ্র বলা হয়।

অধ্যায় ৪ (অনুধাবনমূলক)

১০। কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কেঁপে ওঠে। এ কম্পন অত্যন্ত মৃদু থেকে প্রচন্ড হয়ে থাকে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। প্রধানত পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তির আকস্মিক মুক্তি ঘটলে এই কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তরঙ্গ আকারে চারদিকে ছড়ায়।

১১। ভূমিকম্পের তীব্রতাকে চিহ্নিত করে মানচিত্রে যে বলয় তৈরি করা হয় তাকে সিসমিক রিস্ক জোন বলে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। ১৯৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সম্বলিত মানচিত্র তৈরি করে। এতে তিনটি বলয় দেখানো হয়েছে। যথা: প্রলয়ঙ্কারী, বিপজ্জনক ও লঘু। এই বলয়সমূহকে বলা হয় সিসমিক রিস্ক জোন।

১২। জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড়কে বোঝানো হয়। জলবায়ু কোনো স্থানের তাৎক্ষণিক অবস্থা নয়, বরং এটি একটি স্থানের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যা ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি, অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

অধ্যায় ৮ (জ্ঞানমূলক)

১৩। আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেন এভাবে- "গনতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যাবস্থা। (A Government of the people, by the people and for the people)

১৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকগাইভার রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।

অধ্যায় ৮ (অনুধাবনমূলক)

১৫। যে শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে।

প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল, জনসংখ্যাও বেশি। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চা করার উপায় নেই। তবে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি অঞ্চলে আংশিকভাবে এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু আছে।

১৬। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন করে তাই নির্বাচনি আচরণবিধি। নির্বাচনি আচরণবিধি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এ আচরণবিধি অমান্য করলে নির্বাচন কমিশন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৭। নিম্নে গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ দেওয়া হলো।

দোষ	গুণ
বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হতে পারে।	আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
তুলনামূলক ব্যায়বহুল (নির্বাচনের জন্য)।	ব্যাক্তিস্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা স্বীকৃত।

অধ্যায় ৯ (জ্ঞানমূলক)

১৮। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি।

১৯। ভেটো হলো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা।

২০। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর।

২১। Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

২২। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

২৩। ১৯৪৮ সালে (জাতিসংঘ ঘোষনা করে)

২৪। যেকোনো সামাজিক ব্যাবস্থার সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। [পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩]

অধ্যায় ৯ (অনুধাবনমূলক)

২৫। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য-দূরীকরণে জাতিসংঘ যে নীতি প্রণয়ন করেছে, তা-ই সিডও (CEDAW) সনদ নামে পরিচিত। সিডও সনদটি নারীর অধিকার সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এটি গৃহীত হয়।

২৬। এককভাবে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এতে উন্নয়নের সুফল সীমাবদ্ধ না থেকে সবার কাছে পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অংশীদারিত্ব অপরিহার্য, এসডিজি পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

অধ্যায় ১৩ (জ্ঞানমূলক)

২৭। তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধনবিশিষ্ট পরিবারই বর্ধিত পরিবার। [পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৬]

২৮। মানুষের মধ্যকার আচরণগত পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াকে মিথস্ক্রিয়া বলে।

২৯। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে সংবাদ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমই হলো গণমাধ্যম।

অধ্যায় ১৩ (অনুধাবনমূলক)

৩০। সামাজিকীকরণ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজ সমাজে কার্যকরী সদস্যে পরিণত হয় তথা সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী আচরণও কাজ করে। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই হলো সামাজিকীকরণ।

৩১। মানুষের আয় পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ় করার জন্য পরিচালিত হয়। পরিবার হলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রস্থল। পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান পরিবারের অন্যতম কাজ। তাই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত থেকে পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে। এজন্য পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়।

৩২। [শিটে উক্ত প্রশ্ন নেই]

৩৩। উঁচু বর্ণের পাত্রের সাথে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিয়ের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। হিন্দু ধর্মে দুই ধরণের গোত্রভিত্তিক পরিবার রয়েছে। যথা: বহির্গোত্র ও অন্তর্গোত্র। বহির্গোত্র পরিবারের দুটি ধরণের মধ্যে একটি হচ্ছে অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার।

৩৪। নিচে সাদৃশ্যসমূহ দেওয়া হলো।

- উভয় সমাজেই শিশু লালিত পালিত হয় পরিবারে।
- উভয় পরিবেশেই প্রতিবেশি ও প্রতিবেশি দল রয়েছে।

নিচে বৈসাদৃশ্য সমূহ দেওয়া হলো।

শহর	গ্রাম
প্রতিবেশির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন দেখা যায় না।	প্রতিবেশির সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকে।
বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক তুলনামূলক কম স্বতস্ফূর্ত ও আন্তরিক।	বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক তুলনামূলক বেশি স্বতস্ফূর্ত ও আন্তরিক।

অধ্যায় ১৫ (জ্ঞানমূলক)

৩৫। সামাজিক নৈরাজ্য হলো সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ।

৩৬। ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থবিরোধী কাজই দুর্নীতি।

৩৭। কখনো কখনো গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে। এগুলো ফতোয়া নামে পরিচির। [পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯০]

অধ্যায় ১৫ (অনুধাবনমূলক)

৩৮। সাধারণ অর্থে সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সামাজিক মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার নীতি ও আদর্শকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ, বিভিন্ন নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত উপাদানগুলোর সমষ্টি। সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা, বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি সামাজিক 'মূল্যবোধের উদাহরণ।

৩৯। কিশোর অপরাধ হলো ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু বা কিশোরের দ্বারা সংঘটিত আইনবিরোধী ও সমাজবিরোধী কাজ। অর্থাৎ, চুরি, ছিনতাই, মাদকসেবন, মারামারি বা অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। এটি মূলত অপরিপক্ক বয়সে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব, দারিদ্র্য, অবহেলা বা খারাপ সঙ্গের কারণে ঘটে।

৪০। মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা। প্রজননকালীন রুগ্ধতা এবং মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস: আশরাফুল

তথ্যসূত্র: পাঠ্যবই, গাইড এবং ইন্টারনেট